যুগান্তর
তাং ০২-০৪-০৯

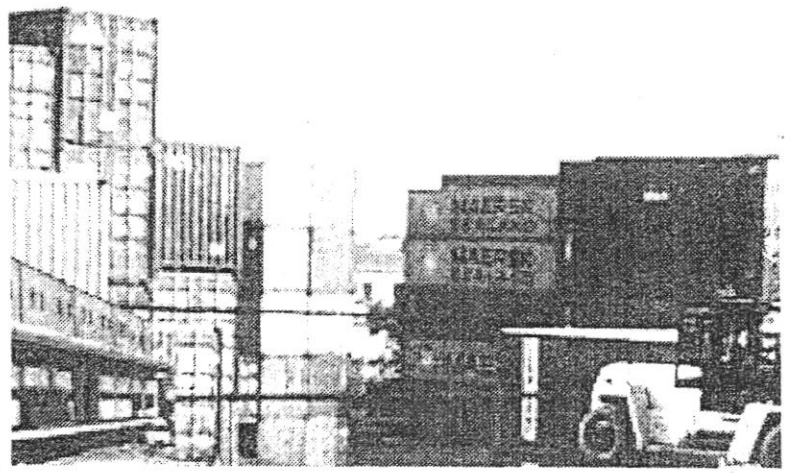

বিশ্বমন্দা মোকাবেলায় চাই সঠিক পদক্ষেপ

বিশ্ব অর্থনীতিতে চলছে চরম মন্দা। আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি কমছে। কর্মসংস্থান সংকোচন, জনবল ছাঁটাই ও বেকার সমস্যার ভয়াবহতা, দারিদ্র্য বৃদ্ধি, টাকার অবমূল্যায়ন, অতিমূল্যায়ন ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে অর্থনীতি নাজুক অবস্থায়। বিশ্বমন্দা বাংলাদেশকে কিভাবে প্রভাবিত করছে বা করতে পারে তা আমরা এখনও সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারিনি। আমরা জানি, পোশাক শিল্পের বিশ্ববাজারে আমাদের অবস্থান ভালো। বিশ্বমন্দায় মানুষের সামাজিক চাহিদা হ্রাস পায়। কিন্তু অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদাগুলো অব্যাহত থাকে। তাই আমাদের উচিত হবে বিলাসবহুল বস্ত্রের পরিবর্তে নিত্যপ্রয়োজনীয় পোশাক তৈরি ও রফতানি বৃদ্ধি করা। উৎপাদন কৌশল আরও নিপুণ করতে হবে, যাতে রফতানি দ্রব্যের দাম কমলেও আমরা কম দামে মানসম্পন্ন পণ্য তৈরি করতে পারি। এতে বিশ্ববাজারে আমরা মুনাফা অক্ষুণ্ন রেখে নিজস্ব অবস্থান ধরে রাখতে পারব। এভাবে প্রায় সব রফতানি খাতে পণ্য উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি করে আমরা মন্দা মোকাবেলা করতে পারি।

শ্রমিক রফতানি খাতও খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মনে করি না। কারণ আমরা বেশিরভাগ সময় অর্ধদক্ষ, অদক্ষ ও কম বেতনের শ্রমিকদের রফতানি করে থাকি। এই মন্দা পরিস্থিতির ভেতর লিবিয়া বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১০ লাখ শ্রমিক আমদানি করতে পারবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। তবে মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়ায় শ্রমিক রফতানি কমতে শুরু করেছে। সবকিছু মিলিয়ে আমাদের শ্রমিক রফতানি হ্রাস বা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং প্রবাসী আয় মানসম্পন্ন পর্যায়ে থেকে যেতে পারে।

বাংলাদেশ আমদানিনির্ভর দেশ। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা খাতে আমরা প্রচুর আমদানি করে থাকি। ১৪ কোটি লোকের এ দেশে নারীর সংখ্যা প্রায় অর্ধেক। এই বিপুল সংখ্যক নারীর পোশাক বিশেষ করে থ্রিপিস ও শাড়ির একটি বড় অংশ আমরা ভারত থেকে আমদানি করে থাকি। বিশ্বমন্দায় মানুষের আয়, উন্নতি, প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় পণ্য ও পোশাকের সামগ্রিক চাহিদা কমে যাবে। সে ক্ষেত্রে আমরা আগের তুলনায় কম দামে অনেক কিছু ব্যবহার করতে পারব। বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির সময় আমদানিকৃত অনেক কিছুই আমাদের বেশি দামে কিনতে হতো, যা এখন আমরা তুলনামূলক কমদামে কিনতে পারছি।

তবে বিশ্বমন্দা আমাদের উৎপাদন ও রফতানি খাতের ক্ষতির কারণ হবে না, এমনটি ভেবে বসে থাকা উচিত নয়। উৎপাদন ও রফতানি খাতে দক্ষতা বাড়াতে হবে। কম বেতনে হলেও শ্রমিক পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অধিক পরিমাণে কাঁচামাল আমদানি করে শিল্প ও কৃষি খাতের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এ ধরনের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে, ঋণ ও বিনিয়োগ সুবিধা বাড়িয়ে, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুবিধা সৃষ্টি করে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সুষ্ঠু পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে।

ড. এম. আজিজুর রহমান
ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি